16 OCT 2002

## মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ

# গত বছরের দরপত্রে কালো তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠান কার্যাদেশ পেলো

রাশেদ মেহেদী ॥ দরপত্রের নীতিমালা ভঙ্গ করে গত বছর আহ্বানকৃত দরপত্রের ভিত্তিতেই এ বছর মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের নির্দেশ দিয়েছে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড। চলতি মাসের ১২ তারিখ ইস্যু করা বোর্ডের কার্যাদেশের মাধ্যমে গত বছর কালো তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকেই দেয়া হয়েছে ২০০৩ শিক্ষাবর্ষের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের দায়িত্ব। মাদ্রাসা বোর্ডসূত্রে এ তথ্য পাওয়া গেছে।

সূত্র জানায়, গত বছর ১২ই নভেম্বর ২০০২ সালের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের জন্য দরপত্র আহ্বান করে মাদ্রাসা বোর্ড। কিন্তু পরবর্তীতে সিডিউল জমা নেয়ার পর এ দরপত্র বাতিল করে গত বছরের বই পুনর্মুদ্রণের মাধ্যমে বাজারজাত করে। এ সময় বাজারে অত্যন্ত নিম্নমানের কাগজে নিম্নমানের ছাপা বই পাওয়া যায়। বিষয়টি নিয়ে পত্রপত্রিকায় সংবাদ প্রকাশিত হলে শিক্ষা উপমন্ত্রী আবদুস সালাম পিন্টু নিজে অভিযানে নামেন এবং বাজারে নিম্নমানের বইয়ের সন্ধান পান। পরবর্তীতে তার নির্দেশে নিম্নমানের বই বাজারজাতকারী কয়েকটি মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানকে কালো

মাদ্রাসা ঃ পৃঃ ১১ কঃ ৫

## মাদ্রাসা ঃ শিক্ষা বোর্ড

( ১ম পৃষ্ঠার পর )

তালিকাভুক্ত করা হয়। সূত্র জানায়, এ প্রতিষ্ঠানগুলোই দীর্ঘদিন যাবৎ মাদ্রাসা বোর্ডের বই মুদ্রণ ও প্রকাশ করছে। উপমন্ত্রী সে সময় এসব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন। কিন্তু পরবর্তীতে এখন পর্যন্ত এসব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। বোর্ড এ বছর নতুন করে দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে মাধ্যমিক স্তরের বই মুদ্রণের সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু রহস্যজনক কারণে নতুন করে দরপত্র আহ্বান ছাড়াই গত বছর আহ্বানকৃত দরপত্রের সিডিউলের ভিত্তিতেই ১২ই অক্টোবর বোর্ড থেকে কার্যাদেশ ইস্যু করা হয়। শিক্ষা উপমন্ত্রী গত বছর যেসব মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে জালিয়াতির কারণে ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছিলেন, সেসব প্রতিষ্ঠানকেই কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে বলে বোর্ডের একাধিক সূত্র জানায়। গত ১২ই অক্টোবর বোর্ডের রেজিস্ট্রার ড. একেএম ইয়াকুব হোসাইনের সই করা কার্যাদেশ পত্রে ও (নং-পাঠ্য/১৪২৯) সূত্র হিসেবে গত বছর ১২ই নভেম্বর আহ্বানকৃত দরপত্রের কথা উল্লেখ করা হয়েছে (পাঠ্য/৯৩৭/৯৫(৩১), তারিখ ১২-১১-২০০১ বিজ্ঞপ্তির আলোকে দাখিলকৃত দরপত্র)। বোর্ডের সংশ্লিষ্ট সূত্র এ ব্যাপারে জানায়, বাংলাদেশ গেজেট অনুযায়ী দরপত্রের নীতিমালা অনুসারে দরপত্রের সিডিউল জমা দেয়ার ৯০ দিনের মধ্যে কার্যাদেশ না দেয়া হলে ওই দরপত্র কোন পুনর্নির্দেশ ছাড়াই বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু এক্ষেত্রে মাদ্রাসা বোর্ড গেজেটের নীতিমালা লঙ্ঘন করে প্রায় এক বছর আগে আহ্বান করা দরপত্র অনুযায়ী কার্যাদেশ দিয়েছে। কার্যাদেশপত্রে এ সংক্রান্ত কোন ব্যাখ্যাও উল্লেখ করা হয়নি। বোর্ড সূত্র জানায়, 'এক্ষেত্রে বোর্ড গত বছর আহ্বান করা দরপত্রের সিডিউলের ১৮নং ধারায় বর্ণিত '১লা জানুয়ারি ২০০২ থেকে ৩১শে ডিসেম্বর ২০০২ সাল পর্যন্ত সম্পাদিত চুক্তির মেয়াদ' শর্তকে ব্যাখ্যা হিসেবে ব্যবহারের চেষ্টা করছে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে। সূত্র এ ব্যাপারে জানায়, ওই দরপত্রের সিডিউলের ১৯নং ধারায় স্পষ্ট বলা হয়েছে' বরাদ্দপ্রাপ্ত পাঠ্যপুস্তকগুলো অবশ্যই ২০০২ সালের জানুয়ারি মাস থেকে বাজারজাত করতে হবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বোর্ড গত বছর আহ্বান করা এ দরপত্র অনুযায়ী কোন কার্যাদেশই দেয়নি। কার্যাদেশ দেয়ার জন্য অবশ্যই গেজেট অনুযায়ী ৩ মাসের বেশি সময় নেয়া যাবে না। বোর্ড এক্ষেত্রে দরপত্রের সিডিউলের ১৯নং ধারারও লঙ্ঘন করেছে এবং বাংলাদেশ গেজেট অনুযায়ী ১৮নং ধারা আর প্রযোজ্য নয়।

এ ব্যাপারে মুদ্রণ ও প্রকাশনা সমিতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কয়েকজন কর্তাব্যক্তি জানান, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কালো তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানকে বই মুদ্রণের নির্দেশ দিয়ে মুদ্রণশিল্পে দুর্নীতিকে স্থায়ী করার চেষ্টা করছে। তারা বলেন, পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের তালিকাভুক্ত ৩শ' ১২টি প্রতিষ্ঠানই এক্ষেত্রে মুদ্রণ কাজ সম্পাদনের ন্যায্য দাবিদার এবং অবশ্যই নিয়ম অনুযায়ী দরপত্র আহ্বান অথবা জরুরি প্রয়োজনে লটারির মাধ্যমে বরাদ্দ করতে হবে।

বোর্ডের আরেকটি সূত্র জানায়, মাদ্রাসা বোর্ডে পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ নিয়ে দুর্নীতির ঘটনা প্রতিবছরই ঘটছে। এটা বোর্ডে স্বাভাবিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। দুর্নীতির কারণে বোর্ড গত ১৮ বছর যাবৎ কারিকুলামের কোন পরিবর্তন ছাড়াই পাঠ্যপুস্তক শুধু পুনর্মুদ্রণ করছে। এ বছরই প্রথম নতুন কারিকুলাম প্রণয়নের মাধ্যমে পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ করা হচ্ছে। সূত্র জানায়, কিছু মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান এবং বোর্ডের কয়েকজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তার যোগসাজশে প্রতিবছর যে দুর্নীতি হচ্ছে, এবারও তাই হয়েছে। উল্লেখ্য, এ বছর মাদ্রাসা বোর্ডের দায়িত্বে প্রায় ৯ কোটি টাকা ব্যয়ে মাধ্যমিক স্তরের জন্য আনুমানিক ৩৫ লাখ বই মুদ্রণ করা হচ্ছে। বোর্ডের প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের দায়িত্বে আছে পাঠ্যপুস্তক বোর্ড।